দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 18 OCT 1992 কলাম ২

যশোর বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের হার ৬০.৮৭ ভাগ

ইত্তেফাক রিপোর্ট॥ গতকাল (শনিবার) যশোর বোর্ডের ১৯৯২ সালের এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছে। পাসের গড় হার ৬০ দশমিক ৮৭ শতাংশ। গত জুন-জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় সর্বমোট ৪৩ হাজার ৭ শত ২২ জন অংশ নিয়াছিল। ইহার মধ্যে উত্তীর্ণ হইয়াছে ২৬ হাজার ৬ শত ১৫ জন। বিজ্ঞান বিভাগে অংশ নিয়াছিল ৬ হাজার ৯১ জন, মানবিক ২৮ হাজার ৪ শত ৪৪ জন, মানবিক (প্রাইভেট) এক হাজার ৯ শত ২১ জন, বাণিজ্য ৬ হাজার ৯ শত ৯১ জন, বাণিজ্য (প্রাইভেট) ১ শত ৯৭ জন, কৃষি বিজ্ঞান ৫৯ জন, গার্হস্থ্য অর্থনীতি ১১ জন। পুরুষ অংশ নিয়াছিল ৩০ হাজার ৮ শত ৬৪ এবং মহিলা ১২ হাজার ৮ শত ৫৮ জন। সম্মিলিতভাবে ৩ হাজার ১ শত ৯ জন প্রথম বিভাগে, ১১ হাজার ৪ শত ৯৬ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ১১ হাজার ৯ শত ২৮ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। বরিশাল ক্যাডেট কলেজের ছাত্র মোহাম্মদ মাহমুদুর রশীদ বিজ্ঞান বিভাগে ৪টি লেটারসহ ৯৪২ নম্বর (২য় পৃঃ দ্রঃ)

যশোর বোর্ডে

(প্রথম পৃঃ পর)

পাইয়া বিজ্ঞান বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। মানবিক বিভাগে বরিশাল ক্যাডেট কলেজের হাফিজুর রহমান ৪টি লেটারসহ ৮৯৩ নম্বর পাইয়া প্রথম, কুষ্টিয়া সরকারী কলেজের শরিফুল ইসলাম দুইটি লেটারসহ ৮১৫ নম্বর পাইয়া বাণিজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

এই বছরে যশোর বোর্ডে বিজ্ঞান বিভাগে পাসের হার ৬৯ দশমিক ৯০, মানবিক (নিয়মিত) ৬০ দশমিক ৫০, মানবিক (প্রাইভেট) ৩৭ দশমিক ৮৪, বাণিজ্য (নিয়মিত) ৬১ দশমিক ৬৬, বাণিজ্য (প্রাইভেট) ২৯ দশমিক ৯৪, কৃষি বিজ্ঞানে ৫৯ দশমিক ৩২ এবং গার্হস্থ্য অর্থনীতি ৮১ দশমিক ৮১।

গত ৪বছরের মধ্যে এই বছরই যশোর বোর্ডে পাশের হার বেশী। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা সবচাইতে কম। ১৯৮৯ সালে অবতীর্ণ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৬৪হাজার ৫শত ২১জন, ১৯৯০ সালে ৫৬ হাজার ২শত ৯২জন এবং ১৯৯১ সালে ৪৭হাজার ৪শত ২৩জন। এই বছর ৪৩হাজার ৭শত ২২জন। পাশের শতকরা হার ৮৯ সালে ১৯ দশমিক ৪৭, ৯০ সালে ২৮ দশমিক ১৭ এবং ৯১ সালে ৪৮ দশমিক ৩৭।

এই বছরে যশোর বোর্ডে পুরুষের চাইতে মহিলার পাসের হার বেশী। পরীক্ষার্থীদের পাশের হার ৬০ দশমিক ৪৮ এবং পরীক্ষার্থীনীদের ৬১ দশমিক ৮১ শতাংশ।

যশোর বোর্ড মেধা তালিকায় ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ ও বরিশাল ক্যাডেট কলেজের প্রাধান্য বেশী।